তারিখ 6 JUN 2003
পৃষ্ঠা কলাম

প্রথম আলো

শিক্ষকদের কথা

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

বর্তমান সরকার ৪০ শতাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করায় বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের মাঝে শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপক সাড়া লক্ষ করা যাচ্ছে। অপরদিকে সাধারণ জনগণের সন্তানরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য মানসম্মত পরীক্ষা পদ্ধতি অনস্বীকার্য। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে অনেক স্থানে থানার দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সুযোগ পাননি। এ বছরের প্রথম সাময়িক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে ক্লাস্টারভিত্তিক। ক্লাস্টারে শিক্ষক সংখ্যা কম থাকায় স্বাভাবিকভাবেই দক্ষ শিক্ষকও কম থাকেন। অপরদিকে অনেক স্থানে সিনিয়র শিক্ষা যারা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন এবং এলপিআরে যাওয়ার সময় আসন্ন, তাদের ওপরই ন্যস্ত হয়েছে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব।

অপরদিকে সরকার কর্তৃক পরীক্ষার ফিস নির্ধারণ করে দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে জুটেছে নিউজপ্রিন্ট কাগজে দায়সারা গোছের প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্রে কোনো ছবি সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভাগ্যে জুটেছে নিম্নমানের লেখার কাগজ। এ বছর শিশু রেজাল্ট কার্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা শুধু মুখে বলি শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে হবে, সরকার ও বিরোধী দল এক মঞ্চে একসঙ্গে শিশুর জন্য হ্যাঁ বলেছেন; বাস্তবে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর লেখাপড়ার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এবারে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার কতিপয় সমস্যা আলোকপাত করছি।

প্রাথমিক বৃত্তির কোটা : বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সারা দেশে প্রতি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে একজন ছেলে ও একজন মেয়েকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বৃত্তির কোটা নগণ্য বিধায় অভিভাবকদের ধারণা, তাদের সন্তান বৃত্তি পাবে না। এতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

বৃত্তি পরীক্ষার ফিস : এ বছরে পঞ্চম শ্রেণীর সাতটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র আট টাকা, অথচ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার চারটি বিষয়ে ফিস ৪০ টাকা। গ্রামাঞ্চলের অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীর পক্ষে ৪০ টাকা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা দুরূহ ব্যাপার।

পরীক্ষার্থী কোটা : সারা দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে প্রায় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পাঠদান করা হচ্ছে। সচ্ছল পরিবার ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা সাধারণত উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তা ছাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর অভিভাবক তাদের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তির আগেই উচ্চ বিদ্যালয় সম্পৃক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে গরিব ও ক্ষীণমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা। এতে করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ২০ শতাংশ বৃত্তিকোটা পূরণ করতে হিমশিম খেতে হয়। কোটা পূরণের জন্য অনেক প্রধান শিক্ষক নিজের বেতনের টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষার ফিস প্রদান করেন। যেহেতু শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা পরীক্ষা ফিস দেয়নি ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়নি সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে অথবা খারাপ রেজাল্ট করে।

সময়সূচি : প্রতি বছর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয়, যখন শিক্ষার্থীরা সারা বছর পড়াশোনার পর বার্ষিক পরীক্ষা শেষে একটু বিনোদন খোঁজে। তারা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যায়। ঠিক সে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। অধিকাংশ শিশু যেখানে আনন্দঘন পরিবেশে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে একমাত্র আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীরা। এ পরীক্ষা শিশুমনে অস্বস্তি জন্মায়।

প্রশ্নপত্র : প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রকাশিত প্রশ্নপুস্তিকাও পাঠ্যক্রমে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্ন অনুসরণ করা হয় না। ক্লাস্টারভিত্তিক প্রশ্নপত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাঠমূল্যায়নের দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হয়ে থাকে বলে বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পাঠমূল্যায়ন যথাযথ হয় না। বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য যে অতিরিক্ত পাঠদানের প্রয়োজন তা দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এতে করে অধিকাংশ বৃত্তি পরীক্ষার্থীই বৃত্তি পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রাখার পরিবর্তে ফেল করার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বিনামূল্যে বই বিতরণ : বিনামূল্যে বই বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পুরনো বই পেয়ে আসছে। পুরনো বইয়ে অনেক পাতা থাকে না। গ্রামাঞ্চলে গরিব শিক্ষার্থীর পক্ষে নতুন বই কেনাও সম্ভব হয় না। এতে করে তাদের ফলাফল খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিশেষ পাঠদান : একে তো মেধাবী ও সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা, উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, অপরদিকে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষকরা একটানা সাড়ে ৯টা থেকে সোয়া ৪টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পাঠদানের পর বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পাঠ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন : প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে Paragraph, Letter, Application ও বাংলা বিষয়ে রচনা, পত্রলিখন, আবেদনপত্র জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক মুদ্রিত ও অনুমোদিত পুস্তকে নেই। অথচ বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে থাকে। গ্রামের গরিব শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের পক্ষে সহায়ক পুস্তক কেনা সম্ভব হয় না বলে অনেক পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের উক্ত অংশগুলোর উত্তর না দিয়েই পরীক্ষা সমাপ্ত করে আসে। এতে স্বাভাবিকভাবে তাদের পরীক্ষায় কম নম্বর ওঠে।

উপরোক্ত সমস্যার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সুপারিশ করছি :

১. প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের সেন্টার পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতি ওয়ার্ড/ইউনিয়নে কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

২. সকল পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয়ভাবে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. পরীক্ষার সমস্ত ব্যয় সরকারি তহবিল থেকে প্রদান করা।

সরকারিভাবে সেন্টার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে উচ্চ বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা আলাদাভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ, পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষকতা ছাড়া তাদের বিভিন্ন কাজে ও তথ্য পূরণে ব্যস্ত না রেখে সেন্টার পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সবার আন্তরিক সহযোগিতাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান : সভাপতি, ঢাকা মহানগরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।